মহান আল্লাহ এভাবে উৎকর্ণ হয়ে কোন কথা শোনেন না, যেভাবে সেই মধুরকণ্ঠী পয়গম্বরের প্রতি উৎকর্ণ হয়ে শোনেন।

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, “মহান আল্লাহ এভাবে
উৎকর্ণ হয়ে কোন কথা শোনেন না, যেভাবে সেই মধুরকণ্ঠী পয়গম্বরের প্রতি উৎকর্ণ হয়ে শোনেন, যিনি মধুর কণ্ঠে উচ্চ সবরে কুরআন মাজীদ পড়তেন।” [সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

এ হাদীসটিকে সালাত ইত্যাদিতে কুরআন তিলাওয়াত করার সময় আওয়াজ সুন্দর করার ওপর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ তিলাওয়াতের সময় অন্য সব সংবাদ থেকে অমনোযোগী হয়ে, চিন্তিত ভাব নিয়ে সুললিত কন্ঠে, উঁচা ও সুন্দর আওয়াজে আত্মার তৃপ্তি কামনা করে এবং হাতের ধনাট্যতার আশা নিয়ে তিলাওয়াত করবে। হাদীসে তাগান্নী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুন্দর আওয়াজ। তার অর্থ এ নয় যে, তাকে গানের ধ্বনির মতো পরিণত করা।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/6218